মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অন্যান্য জেলাও রক্ষা পাবে

খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে মেহেরপুর অনেক আগে থেকেই বিশেষ অবস্থানে আছে। আমি মনে করি, এসপি মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা নেবেন। মেহেরপুরে যদি আমরা অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে শুধু এই জেলা নয়, অনেক জেলাই এর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি। পুলিশের একটি সাইবার ক্রাইম সেল যতটা উন্নত করা যাবে, সেক্ষেত্রে অনলাইন জুয়াসহ অন্যান্য বিষয়গুলো অনেকখানি আমরা সুরাহা করতে পারব।

আজ সোমবার সকালে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। যদি কোথাও ধর্ষণ হয়, আমার ইনস্ট্যান্ট অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামি ধরতে হবে, সে যে দল-মতেরই হোক না কেন। এবং দুই সপ্তাহ বা তারও কম সময়ের মধ্যে কোয়ালিটি চার্জশিট দাখিল করতে হবে। কোনো মতেই নারীদের প্রতি সহিংসতা মেনে নেওয়া যাবে না।

তিনি আরও বলেন, কিশোর গ্যাং বা উঠতি বয়সে যে ছেলেরা মেহেরপুরে অপরাধ করছে, তাদের থানায় ধরে নিয়ে অভিভাবককে ডেকে দরকার হলে মুচলেকায় তাদের ছেড়ে দিতে হবে। অভিভাবকদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো এখানে পুলিশের একার নয়, এখানে সাংবাদিক সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পুলিশের প্রতি নির্দেশনা এটাই আইনশৃঙ্খলা অপরাধমুক্ত করতে পুলিশের যা যা করার, তাই করবে। এখানে দল-মত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে একই আচরণ করবে। এক্ষেত্রে সরকারের কোনো ধরনের ব্যারিয়ার আমাদের মধ্যে নেই। সমাজের কল্যাণের জন্য পুলিশ কাজ করবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কাজ করবে এটাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার চায়। আর এই লক্ষ্যেই আমরা এগোচ্ছি।

জেলা পুলিশ আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. জামিনুর রহমান খান, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বেন ইয়ামিন মুক্ত, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, আরটিভির জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রমুখ।

ধর্ম অবমাননার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়

খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ জয়নুদ্দীন বলেছেন, ধর্ম অবমাননার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সহিংসতা ঘটেছে, তা মোটেই কাম্য নয়।

রোববার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ জয়নুদ্দীন সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এলাকায় অবস্থান করছে। তিনি আরও বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ নিজ উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘটনার আগে প্রশাসনের কাছে গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও কেন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেরি হলো—এমন প্রশ্নের জবাবে অতিরিক্ত ডিআইজি বলেন, তথ্য পাওয়ার পরই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে পুলিশের ব্যর্থতার দায় তিনি নেননি। এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি, তবে বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে বলে জানান তিনি।

গত শনিবার দুপুরে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড়

এলাকায় ‘শামীম বাবার দরবার শরিফ’ নামে পরিচিত স্থাপনাটিতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিহত আব্দুর রহমান ওরফে শামীম (৬৫) ওই দরবার শরিফের প্রধান ছিলেন। হামলায় আরও তিন অনুসারী—মহন আলী, জামিরুন নেছা ও জুবায়ের আহত হয়েছেন। তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও র্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সংসদ সদস্যও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন।

এদিকে ল ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং পীরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনার পর পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

অপরদিকে বেলা ১টার দিকে দরবার শরিফের প্রধান শামীমের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) হোসেন ইমাম জানান, মরদেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এর মধ্যে মাথায় একটি গভীর ক্ষত পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত আব্দুর রহমান ওরফে শামীম (৬৫) পীরের ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ তাঁর গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হচ্ছে। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পাঁচ শ বিঘার মাঠ এলাকার কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

জানা যায়, জীবিতাবস্থায় তিনি উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘শামীম বাবার দরবার শরিফে’ই সমাহিত হতে চেয়েছিলেন। তবে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতায় পরিবার তাঁকে গ্রামের বাড়িতে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।